194

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড প্রায় সাড়ে তিন হাজার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ফলাফল সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে, তা সত্য হলে বলতেই হবে, সেটি হবে একটি চরম হঠকারী সিদ্ধান্ত। খবর থেকে জানা গেছে, যে সব পরীক্ষার্থী অন্য কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে, বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের ফলাফল বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। এ ধরনের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হবে প্রায় সাড়ে তিন হাজার। খবরে উল্লেখ করা হয়েছে, এদের মধ্যে অনেকে এক কলেজ থেকে অকৃতকার্য হয়ে পরের বছর অন্য কলেজ থেকে ফরম পূরণ করে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। বলা বাহুল্য, এ সিদ্ধান্ত গৃহীত ও কার্যকর হলে, এই বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। পড়াশুনা ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের শ্রম এবং অর্থ ব্যয় তো কাজে আসবেই না, সেই সঙ্গে তাদের শিক্ষা জীবন ব্যাহত বা বিঘ্নিত হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এ ব্যাপারে পরীক্ষার্থীদের দায়-দায়িত্ব কতটুকু? এর আগেও পরীক্ষার্থীরা এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে গিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে। সেটা যদি অন্যায়, অনিয়ম না হয়ে থাকে, তবে এখন হবে কেন? যদি এমন হয়, এ ধরনের পীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না, তবে তাদের ফরম পূরণ করার, ফি জমা দেয়ার, প্রবেশপত্র গ্রহণের এবং সর্বোপরি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ বা অধিকার দেয়া হলো কেন? পরীক্ষায় যখন তারা অংশ নিতে পেরেছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিতে হবে, এর পূর্ববর্তী সকল প্রক্রিয়া বা নিয়মবিধি তারা অনুসরণ করেছে। ঐ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কোনো কিছু হয়ে থাকলে তার দায়-দায়িত্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষের ওপরে গিয়েই বর্তায়। খবরে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অধ্যক্ষের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন, এসব অনিয়ম বোর্ড কর্তৃপক্ষ টাকার বিনিময়ে ঠিকঠাক করে দেয়। লাইন থাকলে অনেক অবৈধ কাজ বৈধ হয়ে যায়। বোর্ড কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এটি একটি গুরুতর অভিযোগ। তাহলে কি ধরে নিতে হবে, এ ক্ষেত্রে যদি কোনো অনিয়ম হয়ে থাকে, তা বোর্ড কর্তৃপক্ষ টাকার বিনিময়েই করেছে? বোর্ডের একটি সূত্র প্রতিবেদনে জানিয়েছে, কিছু কিছু কলেজ মোটা অর্থের বিনিময়ে অবৈধভাবে ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে বোর্ডকে বেকায়দায় ফেলছে। পরীক্ষা শুরুর দু'একদিন আগে বোর্ডে এসে ঝামেলা শুরু করে দেয়। বোর্ড বাধ্য হয়ে প্রবেশপত্র ইস্যু করে। এর সঙ্গে বোর্ডের একটি মহলের সহযোগিতা থাকে।

এই দু'টি বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, বোর্ড এবং কলেজ কর্তৃপক্ষই এজন্যে প্রকৃতপক্ষে দায়ী। আরও পরিষ্কার করে বললে কথাটি এই দাঁড়ায় যে, বোর্ডের একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা এবং কলেজের একটি মহল অনিয়মকে নিয়মে, অবৈধকে বৈধ করার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে থাকে এবং এ ক্ষেত্রেও করেছে। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের দোষ বা অপরাধ কতটুকু? এতটুকু যে, তারা এই প্রক্রিয়ায় পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। প্রক্রিয়ার মধ্যে কি করা হয়েছে বা হয়নি এটা তাদের জানার কথা নয়। তারা বৈধভাবেই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে এবং নিয়মমাফিক তারা ফলাফলের প্রত্যাশী। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, তাদের ওপর সকল দোষ ও দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে ফলাফল থেকে বঞ্চিত করার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আগে ব্যবস্থা নেয়া উচিত বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোর সেইসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যারা এ সংক্রান্ত অপকর্মের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত। আমরা এ প্রেক্ষিতে অবশ্যই আশা করবো, রাজশাহী বোর্ড কর্তৃপক্ষ ফলাফল বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে। এই সঙ্গে আমরা আরও আশা করবো, এই সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ এবং পুংখানুপুংখ তদন্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাসহ দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যতে যাতে অনিয়ম নিয়মে পরিণত হতে না পারে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং যথাবিহিত পদক্ষেপ আগেই গ্রহণ করতে হবে।